আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো"**।

ط و ع এই তিন অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দ সমূহ দশটি নির্গত ফরমে পবিত্র কোরআন মজিদে ১২৯ বার এসেছে। আনুগত্য, বশ্যতা, আজ্ঞানুবর্তিতা, শুনা, মান্যকরা, মেনে চলা, আনুগত্য করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়লা ইরশাদ করেন:

১। **হে নবী! বলো: তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো এই রাসুলের।**

قُلْ أَطِيعُواْ اَللَّهَ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاَغُ اَلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

বল, আলাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে-ই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তাহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া । সূরা আন নূর ২৪ঃ ৫৪

২। **তাদের বলো: তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের।**

قُلْ أَطِيعُواْ اَللَّهَ وَاَلرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

বল, আলাহ্‌ ও রাসূলের অনুগত হও ।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে জানিয়া রাখ, আলাহ্‌ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না । সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ৩২

৩। **তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রাসূলের অবশ্যই তোমাদের রহম (অনুকম্পা) করা হবে।**

وَأَطِيعُواْ اَللَّهَ وَاَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

To learn more click here

তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করো যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার । সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ১৩২

৪। **এগুলো (ওয়ারিশি বিষয়ে) আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাত সমূহের মধ্যে।**

تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ وَمَن يُطِعِ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اَلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

এইসব আলাহর নির্ধারিত সীমা । কেহ আলাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আলাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য । সূরা আন নিসা ৪ঃ ১৩

৫। **নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে দিয়ে দিতে। তিনি আরও নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করবে।**

إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ اَلأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِاَلْعَدْلِ إِنَّ اَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿٥٨﴾

নিশ্চয়ই আলাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে ।তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করিবে । আলাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আলাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা । সূরা আন নিসা ৪ঃ ৫৮

৬। **হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ, আনুগত্য করো রাসুলের।**

يٰأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اَللَّهَ وَأَطِيعُواْ اَلرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

হে মু'মিনগণ ! তোমরা আলাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করিও না । সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ঃ ৩৩

৭। **(ঈসা আ: বলেছিলেন) আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।**

To learn more click here

وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

'ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য । সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর । সূরা আয যূখরুফ ৪৩ঃ ৬৩

একই কথা " আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো"। সূরা ২৬ আশ শুয়ারায় ৮ বার অন্যান্য নবী নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শুয়াইব বলেছিলেন, তাদের জাতিকে। কিন্তু তারা নবীদের কথায় কর্ণপাত করেনি ,তারা সমাজে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেই চলছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত জাতিকে দুনিয়ায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। আখেরাতের শাস্তি হবে আরও কঠোর।

৮। <u>অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।</u>

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর । সূরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ১০৮

৯। <u>হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির আর মুনাফিকদের আনুগত্য করো না।</u>

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾

হে নবী ! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না । আলাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । সূরা আহযাব ৩৩ঃ ১

১০। <u>তুমি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না, তাদের দেয়া কষ্ট উপেক্ষা করো, আর তাওয়াক্কুল করো আল্লাহর উপর।</u>

وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনিও না, উহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আলাহ্র উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট । সূরা আহযাব ৩৩ঃ ৪৮

To learn more click here

১১। **সুতারাং তুমি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করো না।**

فَلاَ تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾

সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করিও না । সূরা আল কালাম ৬৮ঃ ৮

১২। **হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো এই রসূলের, আর তোমাদের মুসলমানদের মধ্যকার সেই সব লোকদের যারা দায়িত্বশীল ও অভিভাবক।**

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿٥٩﴾

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আলাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আলাহ্র আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপন কর আলাহ্ ও রাসূলের নিকট । ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর । সূরা আন নিসা ৪ঃ ৫৯

মুসলমানদের মধ্যে দায়িত্বশীল ও অভিভাবক যদি আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে নির্দেশ দেন, তবে সেটারই আনুগত্য করা যাবে। অন্যথায় নয়। দায়িত্বশীল ও অভিভাবকগণ আল্লাহর ও রাসূলের সীমারেখার অতিরিক্ত অথবা কমবেশি করার কোন অধিকার রাখে না। সেসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। প্রতিটি মুসলমানের এতটুকু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে, তারা দায়িত্বশীল ও ক্ষমতা প্রাপ্তদের নির্দেশ কোরআন ও সহীহ হাদিস মোতাবেক কিনা তা যাচাই-বাছাই করতে সক্ষম।

সুতারাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা খালেছভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। তাহলেই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারব।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here